প্রথম আলো

26 JUN 2016
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

মন্ত্রিসভায় প্রস্তাব যাচ্ছে

প্রাথমিক বৃত্তির জন্য উপজেলা পর্যায়ে আলাদা পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

পঞ্চম শ্রেণি শেষে উপজেলা পর্যায়ে একটি মূল্যায়ন পরীক্ষা নিয়ে প্রাথমিক মেধাবৃত্তি বহাল রাখতে চায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। এ বিষয়ে শিগগিরই মন্ত্রিসভায় প্রস্তাব পাঠাবে তারা। একই সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদনের জন্য পঞ্চম শ্রেণি শেষে অনুষ্ঠিত প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা এ বছর থেকে বাতিল করে একেবারে অষ্টম শ্রেণি শেষে নেওয়ার জন্য প্রস্তাব পাঠানো হবে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষাসচিব হুমায়ুন খালিদ গতকাল শনিবার *প্রথম আলোকে* বলেন, মূলত শিক্ষানীতির আলোকেই তাঁরা এই পরিকল্পনা করেছেন। তিনটি কারণে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের উপজেলা পর্যায়ে এই পরীক্ষা নেওয়ার চিন্তা করা হচ্ছে। প্রথমত, একজন শিক্ষার্থী পাঁচ বছর পড়ার পর কতটুকু মান অর্জন করল সেটা দেখা; দ্বিতীয়ত, ষষ্ঠ শ্রেণিতে ওঠার মতো মৌলিক যোগ্যতা অর্জন করতে পারল কি না তা দেখা এবং তৃতীয়ত, এর ভিত্তিতেই প্রাথমিক মেধাবৃত্তি (সাধারণ কোটা ও মেধা কোটা) দেওয়া হবে। এ জন্য পঞ্চম শ্রেণির সব শিক্ষার্থীর জন্যই এই পরীক্ষা নেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। তবে এটা কোনোভাবেই পাবলিক বা জাতীয় পরীক্ষা নয়।

সচিব বলেন, পঞ্চম শ্রেণি শেষে অনুষ্ঠিত প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা এ বছর থেকে বাতিল করে একেবারে অষ্টম শ্রেণি শেষে নেওয়ার জন্য প্রস্তাবের সঙ্গে উপজেলা পর্যায়ে পরীক্ষার জন্য বাড়তি এই প্রস্তাব পাঠানো হবে। আগামী মন্ত্রিসভার বৈঠকে ওঠানোর জন্যই এ প্রস্তাব পাঠানোর ইঙ্গিত দেন তিনি। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত মন্ত্রিসভা নেবে বলে জানান তিনি।

জাতীয় শিক্ষানীতিতে বলা আছে, পঞ্চম শ্রেণি শেষে উপজেলা বা পৌরসভা বা থানা (বড় বড় শহর) পর্যায়ে সবার জন্য অভিন্ন প্রশ্নপত্রে সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

তবে *প্রথম আলোকে* একজন অভিভাবক বলেছেন, সবার জন্য এই পরীক্ষা নিলে আগের মতোই প্রাইভেট ও কোচিংয়ের ব্যবসা বহাল থাকবে। এ জন্য তাঁরা চান, একসময় বিদ্যালয়ের নির্ধারিত কিছুসংখ্যক শিক্ষার্থীকে নিয়ে যেভাবে বৃত্তি পরীক্ষা হতো, সে ধরনের পরীক্ষা হলে হতেও পারে। তবে যেহেতু প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত হয়ে গেছে; সেখানে পঞ্চম শ্রেণির পরীক্ষার ভিত্তিতে প্রাথমিক বৃত্তি দেওয়ার যৌক্তিকতাও দেখছেন না তাঁরা।